পরিবেশ বার্তা

পরিবেশ অধিদপ্তরের ত্রৈমাসিক নিউজলেটার

প্রকাশকাল : জুন ২০২১ সংখ্যা: ২ সময়কাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০

শিরোনাম

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ক্লাইমেট ভালনারেবোল ফোরাম লিডারস ইভেন্ট অনুষ্ঠিত
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কর্নার, মোবাইল এ্যাপ এবং পরিবেশ বার্তা উদ্বোধন
- সিডিএম প্রকল্প বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত
- মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের তথ্যচিত্র
- অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে ঢাকার বায়ুমান ইনডেক্স
- দীর্ঘদিন সংরক্ষিত বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করলো পরিবেশ অধিদপ্তর
- কৌলিক সম্পদ সংরক্ষণে প্রশিক্ষণ কর্মশালা
- ন্যাশনাল কুলিং প্ল্যানের ওপর পরামর্শমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত
- রংপুরে ইট প্রস্তুতকারক মালিক সমিতির সাথে মতবিনিময়
- জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে টাংগুয়ার হাওড়ে বৃক্ষরোপন ও মতবিনিময় সভা
- শিক্ষানবিশ পরিদর্শকগণের ইন-হাউস প্রশিক্ষণ
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশন পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- মহাপরিচালক কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ এবং নব স্থাপিত গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয় পরিদর্শন

উপদেষ্টা

মোঃ আশরাফ উদ্দিন, মহাপরিচালক

সমন্বয়কারী

মোঃ হুমায়ুন কবীর, অতিরিক্ত মহাপরিচালক

সম্পাদক

ফরিদ আহমেদ, পরিচালক

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর,
ঢাকা - ১২০৭, বাংলাদেশ। ফোন: ৮৮ ০২ ৮১৮১৮০০,
ফ্যাক্স: ৮৮ ০২ ৮১৮১৭৭২, ইমেইল: dg@doe.gov.bd
ওয়েব সাইট: www.doe.gov.bd, www.fb.com/doebd

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ক্লাইমেট ভালনারেবোল ফোরাম লিডারস ইভেন্ট অনুষ্ঠিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ও জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস-এর উপস্থিতিতে ক্লাইমেট ভালনারেবোল ফোরাম (CVF)-ভুক্ত দেশসমূহের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সাথে সম্মিলিতভাবে ৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ক্লাইমেট ভালনারেবোল ফোরাম লিডারস ইভেন্ট শীর্ষক ভার্চুয়াল বৈঠকে মিলিত হন। গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশন (জিসিএ)-এর সভাপতি বান কি মুনও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত বৈঠকে বিশ্বনেতৃবৃন্দ প্যারিস জলবায়ু চুক্তির লক্ষ্য অর্জনে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে নতুন ও বর্ধিত Nationally-Determined Contributions (NDCs) দাখিলের জন্য "Midnight Survival Deadline for the Climate (#MidnightClimate Survival)"-শীর্ষক উদ্যোগের উদ্বোধন করেন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমরা কেবল হেরে যাব।

আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড এটাই প্রকাশ করে যে, আমরা সচেতনভাবে জরুরি সহযোগিতার মাধ্যমগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছি, যা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। কাজেই পৃথিবীকে বাঁচাতে ব্যবস্থা নেওয়ার সময় আজই, আগামীকাল নয়।" মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "আজ আমাদের সময়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে অবস্থান করছি। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব আমাদের সভ্যতার ক্ষতি করছে, আমাদের গ্রহকে ধ্বংস করছে এবং আমাদের অস্তিত্বকেও হুমকির মুখে ফেলেছে।" সিভিএফের বর্তমান সভাপতি হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিভিএফ-এর পক্ষ থেকে ২০২০ সালে এনডিসি বর্ধিতকরণ সময়সীমার আগে জলবায়ু জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় ত্বরিত এবং শক্তিশালী বৈশ্বিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিশ্ব-নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

ইভেন্টে সিভিএফ-এর সদস্যভুক্ত দেশসমূহের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ও মূল-করণীয়সমূহ নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়। ২০২১ সালের জলবায়ু অভিযোজন সামিট ২০২১ Climate Adaptation Summit-কে সামনে রেখে কোভিড ভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলা এবং পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার সাথে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া অভিযোজন কার্যক্রম, লস এন্ড ড্যামেজ (Loss & Damage) এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাস্তুচ্যুতির (Climate Displacement) সমস্যা মোকাবেলায় আরও জোরালো কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ক্লাইমেট ভালনারেবোল ফোরাম হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ ৪৮টি দেশের একটি আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম যেখানে সদস্য দেশসমূহের পক্ষে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে জোরালো দাবী উত্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ সিভিএফ-এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ ফোরামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং ২০২০-২০২১ সময়ের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফোরামের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণপূর্বক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অধিক ক্ষতিগ্রস্থ ৪৮টি দেশের পক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কর্নার, মোবাইল এ্যাপ এবং পরিবেশ বার্তা উদ্বোধন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধু কর্নার, অনলাইন পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়নের মোবাইল এ্যাপ এবং ত্রৈমাসিক নিউজলেটার 'পরিবেশ বার্তা'র উদ্বোধন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন এমপি। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব হাবিবুন নাহার এমপি এবং সম্মানিত সচিব জনাব জিয়াউল হাসান এনডিসি। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী বলেন, ''সরকার ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ সময়কে মুজিববর্ষ পালনের ঘোষণা করেছে। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এবং বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হওয়ার পর সরকার এবং জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি জনস্বার্থে এবং জনকল্যাণে পূর্বঘোষিত ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখের অনুষ্ঠান ছোট পরিসরে আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।" পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রদত্ত অন্যতম সেবাটি এখন থেকে পাওয়া যাবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে।

ফলে সেবাটি গণমানুষের আরো কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে সরকারি সেবা ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসাবে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান সেবা পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং নবায়ন প্রদান ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ফলে, উদ্যোক্তাগণ, ঘরে বসে আবেদন এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের ই-সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন। উল্লিখিত, ইলেকট্রনিক কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে অধিদপ্তরের সেবা প্রদানের সময় যেমন

কমে এসেছে আবার অন্যদিকে জনদুর্ভোগ হ্রাস পেয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সহজ হয়েছে। মুজিব জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। উদ্ভূত বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির কারণে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বেশকিছু কর্মসূচি যেমন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে আবার কিছু কর্মসূচি সাময়িকভাবে প্রলম্বিত হয়েছে। আশা করা যায়, গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সফলভাবে আয়োজন করা সম্ভব হবে। পরিবেশ অধিদপ্তর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ভবনের অভ্যর্থনা কক্ষে একটি বঙ্গবন্ধু কর্নার সৃষ্টি করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তরে আগত অতিথিগণ বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতার আদর্শ ও চেতনায় উদীপ্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের ওপর সুদৃশ্য একটি ত্রৈমাসিক নিউজলেটার 'পরিবেশ বার্তা' প্রকাশ শুরু হলো। এখন থেকে প্রতি তিন মাস

অন্তর নিউজলেটারটির প্রকাশ অব্যাহত থাকবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং সর্বসাধারণ নিউজলেটারটির মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত থাকতে পারবে।

সিডিএম প্রকল্প বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সেক্টরে সিডিএম (Clean Development Mechanism) প্রকল্প বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে বিগত ১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং জাতীয় সিডিএম কমিটির সভাপতি জনাব জিয়াউল হাসান এনডিসি-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব এবং জাতীয় সিডিএম বোর্ডের সভাপতি ড. আহমদ কায়কাউস এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ড. সুলতান আহমেদ। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং জাতীয় সিডিএম বোর্ডের সদস্যসচিব ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদ-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পরিবেশ অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট বেসরকারি উদ্যোক্তাবৃন্দ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় বাংলাদেশে সিডিএম প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং অন্তরায় নিয়ে আমন্ত্রিত কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রতিনিধিবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন।

উল্লেখ্য, কিয়োটো প্রটোকলের আওতায় গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে সিডিএম -এর আওতায় উন্নত বিশ্বের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রীন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাসের পরিবর্তে উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের মাধ্যমে 'Certified Emission Reduction (CER) নিজের খাতে জমা করতে পারে। সেক্ষেত্রে ঐ সকল উন্নত দেশ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে উন্নত প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রীনহাউজ গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাস করতে পারে। ফলে উন্নয়নশীল দেশে আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ উৎপাদন প্রক্রিয়া অনেক সহজ এবং লাভজনক হতে পারে। এর ফলে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ উভয়ই উপকৃত হতে পারে।

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশে সিডিএম প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোক্তাগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। কিন্তু দেশের বিদ্যুৎ এবং জ্বালানী সেক্টরে সিডিএম প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভবনা বিদ্যমান। তাই, এ সেক্টরে উদ্যোক্তাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উপর মাননীয় প্রধান অতিথি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশ সরকার দু'স্তর বিশিষ্ট (Designated National Authority (DNA)-র অংশ হিসাবে জাতীয় সিডিএম বোর্ড এবং জাতীয় সিডিএম কমিটি গঠন করেছে। এ পর্যন্ত ২১টি সিডিএম প্রকল্প CDM Executive

Board (CDMEB)-এ নিবন্ধিত হয়েছে। CDMEB কর্তৃক এ পর্যন্ত প্রায় ১০.৪৯ মিলিয়ন সিইআর হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে ২০৩০ সাল পর্যন্ত আনুমানিক ১১৮ মিলিয়ন টন সিইআর ইস্যু হতে পারে।

মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের তথ্যচিত্র

সারা দেশে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে একটি স্বতন্ত্র এনফোর্সমেন্ট অধিশাখা রয়েছে। চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম অঞ্চল ও সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাঁদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

- অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৪২টি এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অমান্য করে

- কারখানা/কার্যক্রম পরিচালনার দায়ে ৫৭৬টি প্রশিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৫৯.৯৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করে ৫.০২১ কোটি টাকা আদায় করা হয়।
- প্লাস্টিক/পলিথিন শপিং ব্যাগ দূষণরোধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৬ক ধারা অনুসারে সমগ্র বাংলাদেশে অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত অবৈধ পলিথিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে ১০২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৬৪টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৩১৪৭৫০০.০০ (একত্রিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) জরিমানা আদায় করা হয় এবং ১৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড আরোপ করা হয়। অভিযানে ১০৩.৬৯ টন অবৈধ পলিথিন শপিং ব্যাগ জব্দ করা হয়।
- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৬(১) ধারা অনুসারে সমগ্র বাংলাদেশে অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মাত্রাতিরিক্ত ধুঁয়া নিঃসরণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে ২১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় এবং ১৩৮টি মাত্রাতিরিক্ত ধোঁয়া নিঃসরণকারী যানবাহনের মালিকের নিকট হতে ৩২২৬০০.০০ (তিন লক্ষ বাইশ হাজার ছয়শত টাকা মাত্র) জরিমানা আদায় করা হয়। মাত্রাতিরিক্ত ধুঁয়া নিঃসরণকারী যানবহনের তালিকা বিআরটিএ বরাবর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

পাহাড় কর্তনের দায়ে পঞ্চাশ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য

পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয় কর্তৃক ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার চুনতি রাঙ্গাপাহাড় এলাকায় আনুমানিক ২,২০,০০,০০০ (দুই কোটি বিশ লক্ষ) ঘনফুট পাহাড় কর্তন এবং খাল ভরাটের দায়ে চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তমা কন্সট্রাকশন কো: লি:, জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াছ, মেসার্স হাসান ইন্টারন্যাশনাল, এবং মো: মফিজুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্প (দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম-কে ৫০,০০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ কোটি) টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়।

দূষণ বিরোধী মোবাইল কোর্ট অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০

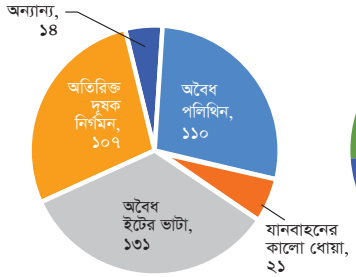

দূষণ বিরোধী এনফোর্সমেন্ট অভিযান অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০

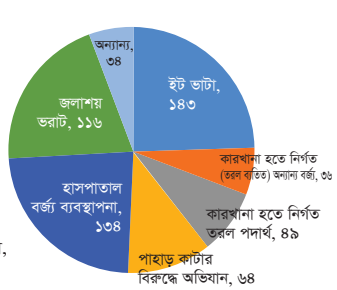

- বায়ুদূষণকারী অবৈধ ইট ভাটার বিরুদ্ধে ইটভাটা স্থাপন ও ইট প্রস্তুত নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) অনুসারে অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ১৩১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ২৮৫টি অবৈধ ভাটা হতে ৬০২২০০০০.০০ (ছয় কোটি দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র) জরিমানা আদায় করা হয়। সেই সাথে ২৪৫টি ভাটা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে ফেলা হয়।
- অবৈধভাবে পাহাড় কর্তনের দায়ে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৬খ ধারা অনুসারে অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৩টি মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করে ৩ প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নিকট হতে ৪১,০০০০.০০ (চার, লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) জরিমানা আদায় করা হয়।
- অবৈধভাবে পুকুর/জলাশয় ভরাট করে জমি শ্রেণী পরিবর্তন করে পরিবেশ/প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনের দায়ে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৬ঙ ধারা অনুসারে অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৪ (চার) ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চার লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র জরিমানা আদায় করা হয়।
- মাত্রাতিরিক্ত দূষক নির্গমনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের দায়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সারা দেশে অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ১০৭টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১০৯টি প্রতিষ্ঠান হতে ৩১০০,০০০.০০ (একত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) জরিমানা আদায় করা হয়।
- মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে কেরানীগঞ্জ এলাকায় অবৈধ ও ইটিপিবিহীন ওয়াশিং কারখানার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ৪০টি ইটিপিবিহীন অবৈধ ওয়াশিং কারখানার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে ঢাকার বায়ুমান ইনডেক্স

দেশের বড় বড় শহরগুলোতে বায়ুদূষণ অন্যতম একটি পরিবেশগত সমস্যা। নগরায়ন ও শিল্পায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, যানবাহন, শিল্পকারখানা ও ইটভাটা বায়ু দূষণের মূল উৎস। পরিবেশ অধিদপ্তর সারাদেশে ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন ও ১৫ টি কমপ্যাক্ট সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশনের মাধ্যমে বায়ুমান পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসকল মনিটরিং স্টেশন হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুমান সূচক বা Air Quality Index (AQI) পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। Air Quality Index (AQI) এর ক্যাটাগরিসমূহ নিম্নরূপ পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয় :

Air Quaility Indes (AQI) for Bangladesh

Air Quaility Indes (AQI)	Category		Colour
	In English	*In Bangla*	
0-50	Good	ভালো	Green
51-100	Moderate	মোটামুটি	Yellow Green
101-150	Caution	সতর্কতামূলক	Yellow
151-200	Unhealthy	মোটামুটি অস্বাস্থ্যকর	Orange
201-300	Very Unhealthy	খুব অস্বাস্থ্যকর	Red
301-500	Extremly Unhealthy	অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর	Purple

বায়ুমণ্ডলীয় কারণে শুষ্ক মৌসুমে ঢাকা ও এর আশেপাশে বায়ুপ্রবাহের গতি অপেক্ষাকৃত কম থাকে। এসময় স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট ও অন্যত্র হতে আগত দূষিত বায়ুর মাধ্যমে ঢাকার আকাশে একটি Degraded Airshed সৃষ্টি

হয়। এই Degraded Airshed টি দীর্ঘদিন অবস্থান করে। আবার, এসময় আন্তঃদেশীয় বায়ু দূষণের একটি বলয় ধীর গতিতে বাংলাদেশ ভুখণ্ড অতিক্রম করে। ফলে, বায়ুদূষণের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়। রান্নায় ব্যবহৃত বায়োমাস, কৃষি জমির নাড়া পোড়ানো ও জমি কর্ষণ বা চাষাবাদের ফলে সৃষ্ট Particulate Matter ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশ ভৌগলিকভাবে পলিমাটি গঠিত একটি ব-দ্বীপ। যানবাহন চলাচলসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে এ পলিমাটি অতি সহজেই ধুলা আকারে ছড়িয়ে পড়ে। নির্মাণ সামগ্রী বহনকারী যানবাহন থেকেও রাস্তায় বালি ও মাটি ছড়িয়ে পড়ে। এসময় বাতাসে ভাসমান ধুলা-বালি কুয়াশার সাথে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি নেমে আসে এবং বায়ু মানের অবনতি ঘটায়। বাতাসের গতি বৃদ্ধি এবং দিক পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজমান থাকে। এ সকল কারণে চিত্রে প্রদর্শিত অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০ সময়ে ঢাকার Air Quality Index (AQI) এর মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২০ সময়ে ঢাকার বায়ুর গুণগতমান এর Air Quality Index (AQI) ছিল নিম্নরূপ:

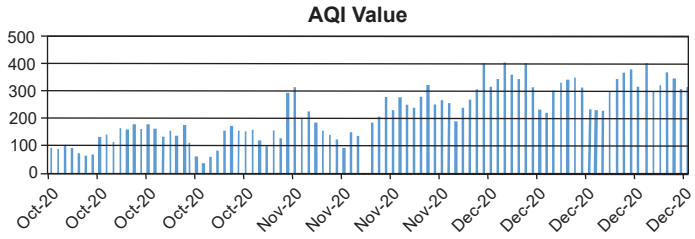

দীর্ঘদিন সংরক্ষিত বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করলো পরিবেশ অধিদপ্তর

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ ও কাস্টম হাউজ আইসিডি, ঢাকা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জব্দকৃত, মেয়াদ উত্তীর্ণ, নিম্নমান ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, আমদানি নিষিদ্ধ, ব্যবহার অনুপোযোগী, নষ্ট, পঁচা ও দুর্গন্ধযুক্ত মালামাল দীর্ঘদিন গুদামে সংরক্ষিত ছিল। সংস্থাদ্বয় এসমস্ত বর্জ্যের পরিবেশসম্মত পরিত্যজনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের গুদামে বিপুল পরিমাণ পঁচনশীল পণ্য, রাসায়নিক পদার্থ (কঠিন/তরল), প্লাস্টিক কনটেইনার বা মোড়কসহ অজানা বিভিন্ন পণ্য এবং কাস্টম হাউজ আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকায় মজুদকৃত ৩২৮.৬৬ মেট্রিকটন Meat and Bone Meal (Animal Fertilizer) Chemicals, জৈবসার, প্লাস্টিক কাঁচামাল, R-22 গ্যাসসহ সিলিন্ডার সংরক্ষিত ছিল।

পরিবেশ অধিদপ্তরের রাসায়নিক পদার্থ ও বর্জ্য সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি বিষয়টি বিষদভাবে পর্যালোচনা করে। পরিত্যজনের সুবিধার্থে বর্জ্যে'র মান অনুযায়ী পঁচনশীল, রাসায়নিক পদার্থ, প্লাস্টিকজাত, গ্যাসীয় শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। চট্টগ্রাম বা ঢাকায় রাসায়নিক পদার্থ পরিত্যাজন উপযোগী ইনসিনারেশন সুবিধা না থাকায় লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ এর জিওসাইকেল প্রকল্পের মাধ্যমে পণ্যসমূহ বিনষ্টের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ এর জিওসাইকেল প্রকল্পে ক্লিনকার প্রস্তুতিতে Combustion Chamber (Calcination) ধাপে সর্বোচ্চ ১৪০০ ডিগ্রী সে: এবং ক্লিনকার কিলন ধাপে সর্বোচ্চ ২০০০ ডিগ্রী সে: তাপ উৎপন্ন হয়। উল্লিখিত তাপমাত্রায় কোনো ক্ষতিকর গ্যাস উৎপন্ন ছাড়াই বর্জ্য ভস্মীভূত করা সম্ভব। জিওসাইকেলে অতি উচ্চ তাপমাত্রায় বর্জ্য ভস্মীভূত করে অবশিষ্টাংশ সিমেন্টের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ফলে পণ্যের পুনঃচক্রায়ন সম্ভব হয়।

পঁচনশীল সামগ্রীগুলো সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্যের সাথে পরিত্যজন করা হয়। রাসায়নিক পদার্থসমূহ লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ এর জিওসাইকেল প্রকল্পের মাধ্যমে অতি উচ্চ তাপমাত্রায় ভস্মীভূত করে সিমেন্টের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের উদ্যোগ গৃহীত হয়। এছাড়া, প্লাস্টিক, গ্লাস ও অন্যান্য পুনঃচক্রায়নযোগ্য পণ্য, মোড়ক বা R-22 গ্যাস পুনঃচক্রায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় বা হস্তান্তরের পরামর্শ প্রদান করা হয়। উদ্যোগটির ফলে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ ও কাস্টম হাউজ আইসিডি, কমলাপুরে প্রায় এক দশকের অধিক সময় সংরক্ষিত ব্যবহার অনুপোযোগী পণ্যসমূহ পরিবেশসম্মতভাবে পরিত্যজন সম্ভব হয়েছে।

কৌলিক সম্পদ সংরক্ষণে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ১৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখে কৌলিক সম্পদ (Genetic Resources) সংরক্ষণে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদ, মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মানীত সচিব, জনাব জিয়াউল হাসান এনডিসি। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেনেটিক রিসোর্স গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

জনাব মো: সেলায়মান হায়দার, পরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর সংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও এর উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার, জীবসম্পদও

তদ্‌সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত সুফলের সুষ্ঠু ও ন্যায্য হিস্যা বণ্টন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে উপস্থাপনা করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদ ও প্রোটোকলের বাধ্যবাধকতা পরিপূরণে পরিবেশ অধিদপ্তরে একটি পৃথক জীববৈচিত্র্য অধিশাখা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা প্রেরিত হয়েছে।

ন্যাশনাল কুলিং প্ল্যানের ওপর পরামর্শমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মন্ট্রিল প্রটোকলের কিগালি সংশোধনী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সহায়তায় রিফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টরের জন্য ন্যাশনাল কুলিং প্ল্যান প্রণীত হয়েছে। ন্যাশনাল কুলিং প্ল্যানটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এক পরামর্শক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মানীত সচিব জনাব জিয়াউল হাসান, এনডিসি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন একই মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মিজানুল হক চৌধুরী এবং ইউএনডিপির ডেপুটি রেসিডেন্ট রিপ্রেজেনটেটিভ Ms. Nguyen Thi Ngoc Van। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর। বাংলাদেশে মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জনের ওপর উপস্থাপনা করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মোঃ জিয়াউল হক। বাংলাদেশ ন্যাশনাল কুলিং প্ল্যান-এর খসড়া উপস্থাপনা করেন

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মামুন। প্রণীত কর্মসূচিতে গৃহস্থালী, বাণিজ্যিক, মোবাইল রিফ্রিজারেন্ট ও প্রযুক্তি বিশেষ করে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মুক্ত আলোচনায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, সংস্থার প্রতিনিধি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ট্রেড এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞবর্গ অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদ কর্মশালায় আলোচিত মতামত, পরামর্শ বিষয়ে একটি সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন এবং চূড়ান্ত প্ল্যানে তা অন্তর্ভুক্তির জন্য ইউএনডিপি ও পরামর্শককে অনুরোধ জানান।

রংপুরে ইট প্রস্তুতকারক মালিক সমিতির সাথে মতবিনিময়

পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদ, ৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত রংপুর বিভাগের ইট প্রস্তুতকারক মালিক সমিতির সাথে ইট ভাটা স্থাপন ও পরিচালনা বিষয়ে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মতবিনিময় করেন ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আরাফাত রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রংপুর। রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ইটের বিবর্তন ও ইট ভাটা কর্তৃক পরিবেশ

দূষণ বিষয়ে উপস্থাপনা করেন। এসময় রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলার ইট প্রস্তুতকারক মালিক সমিতির প্রতিনিধিগণ তাঁদের বিভিন্ন দাবী তুলে ধরেন। বাংলাদেশ ইট প্রস্তুত মালিক সমিতি, রংপুর বিভাগের সভাপতি জনাব শাহ আবু নাসের মোঃ মাহবুবুর রহমান বক্তব্য প্রদান করেন।

মহাপরিচালক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে ইট ভাটা স্থাপন ও পরিচালনায় দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি ব্লক ইট প্রস্তুত এবং ইট ভাটা বিষয়ে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অবহিত করেন। ইটভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণে তিনি মালিক সমিতির প্রতিনিধিগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে টাংগুয়ার হাওড়ে বৃক্ষরোপন ও মতবিনিময় সভা

পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ, কে, এম, রফিক আহম্মদ, ১৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার টাংগুয়ার হাওড়ের জয়পুর কান্দায় হিজল-করচ বনায়ন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, বাংলাদেশের উপ-আবাসিক প্রতিনিধি Miss Van Naguyen উপস্থিত ছিলেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক ড. ফাহমিদা খানম এবং জনাব মোহাম্মদ সোলায়মান হায়দার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । অনুষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগীয়

কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, সিইজিআইএস এর প্রতিনিধিবৃন্দ ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, বাংলাদেশের প্রতিনিধিবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। প্রকৃতি প্রকল্পের আওতায় Christian Aid এর অর্থায়নে সিএনআরএস টাঙ্গুয়ার হাওড়ের জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে। ড. এ, কে, এম, রফিক আহম্মদ, মহাপরিচালক, হাওড় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি হাওড়ের জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে পরামর্শসমুহ গুরুত্ব সহকারে শোনেন এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে তা বিবেচনার আশ্বাস প্রদান করেন।

শিক্ষানবিশ পরিদর্শকগণের ইন-হাউস প্রশিক্ষণ

নবনিযুক্ত ১২ (বারো) জন শিক্ষানবিশ পরিদর্শকের ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী ইন-হাউস প্রশিক্ষণ ০২- ০৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদ এবং সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব জিয়াউল হাসান, এনডিসি, উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব জিয়াউল হাসান এনডিসি প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবেশ আইন সংকলন উপহার দিচ্ছেন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ (এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালা

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে ১৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ (এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব জিয়াউল হাসান, এনডিসি, বিশেষ অতিথি হিসাবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব আহমদ শামীম আল রাজী এবং সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদ। কর্মশালায় অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, ঢাকা মহানগর, ঢাকা অঞ্চল ও ঢাকা গবেষণাগার কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সদর দপ্তর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদ, উপস্থিত ছিলেন। ড. মোঃ মোকছেদ আলী, পরিচালক (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে বিশেষ অতিথি হিসাবে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর উপস্থিত ছিলেন।

সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশন পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদ , মহাপরিচালক ২২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশন (CAMS) এবং কমপ্যাক্ট সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশন (C-CAMS) পরিচালনা বিষয়ক সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন । ২০ অক্টোবর ২০২০ তারিখ রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া, ১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে যশোর, ৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখ সিলেট এবং ০২ নভেম্বর ২০২০ তারিখ চট্টগ্রামে প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণসমুহে প্রধান অতিথি হিসাবে পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মো: হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।

মহাপরিচালক কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ এবং নব স্থাপিত গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয় পরিদর্শন

ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদ, মহাপরিচলক, পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে নব স্থাপিত গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এ নতুন কার্যালয়ে কোনো মহাপরিচালকের এটাই প্রথম সফর। এসময় তিনি গোপালগঞ্জ জেলার পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ে কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময় করেন। এছড়া, গোপালগঞ্জে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। উল্লিখিত পরিদর্শনকালে ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদ টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার জিয়ারত, ফাতেহা পাঠ ও মোনাজাত করেন।